চতুর্থ অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ বছরের কার্যক্রম তথ্যাদি

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের অনগ্রসর, বঞ্চিত, দরিদ্র, অসহায়, প্রতিবন্ধী, অটিস্টিক ও সমস্যাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর কল্যাণ, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য বহুমাত্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, দেশের প্রচলিত আইন, দারিদ্র হ্রাসকরণ কৌশলপত্র, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ, রূপকল্প ২০২১, জাতিসংঘ ঘোষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদসহ বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এ সকল কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। এসব কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে The Societies Registration Act, 1860 এর আওতায় ১৬-১১-১৯৯৯ এক প্রজ্ঞাপনমূলে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন নিবন্ধিত হয় এবং এর সংঘস্মারক ও গঠনতন্ত্র প্রণীত হয়।

ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

(১) বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী নাগরিকগণের সমমর্যাদা, অধিকার, পূর্ণ অংশগ্রহণ ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ।

(২) প্রতিবন্ধিত্বের কারণ এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণা/প্রকাশনা ও জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ। এই লক্ষ্যে জাতীয়, আন্তর্জাতিক দিবস ও উৎসবসমূহ উদযাপন করা।

(৩) প্রতিবন্ধীদের জন্য গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাকরণ এবং সহযোগিতা প্রদান।

(৪) প্রতিবন্ধীদের চিহ্নিত ও সনাক্তকরণপূর্বক বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৫) প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ ও উন্নয়নে কর্মরত প্রতিষ্ঠান/সমিতি/সংগঠন/সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট কাজের সমন্বয় সাধন ইত্যাদি।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক গৃহিত কার্যক্রমঃ

প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রঃ

দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, হিয়ারিং টেস্ট, ভিজুয়্যাল টেস্ট, কাউন্সেলিং, প্রশিক্ষণ, সহায়ক উপকরণ প্রদান ও প্রয়োজন মোতাবেক অন্যান্য সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে প্রথমবারের মতো দেশের পাঁচটি জেলায় সরকারি অর্থায়নে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু করা হয়। জেলাগুলো হচ্ছে- ঢাকা, ময়মনসিংহ (ভালুকা), জামালপুর, কিশোরগঞ্জ (ভৈরব) ও মানিকগঞ্জ (সিংগাইর)। ২ এপ্রিল ২০১০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র শীর্ষক কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন।

এসব কেন্দ্রের সাফল্যের ভিত্তিতে ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে পূর্ববর্তী অর্থ বছরের পাঁচটি কেন্দ্রের কার্যক্রম নবায়নসহ আরও ১০টি জেলায় সরকারি অর্থায়নে উক্ত কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়। জেলাগুলো হচ্ছে- মুন্সিগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট (মোড়েলগঞ্জ), কুড়িগ্রাম (ফুলবাড়ি), রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, বরিশাল, নেত্রকোণা, হবিগঞ্জ (চুনারুঘাট) ও কুমিল্লা (বরুড়া)।

পরবর্তীতে উক্ত কেন্দ্রসমূহের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ২০১১-১২ অর্থ বছরে পূর্ববর্তী অর্থবছরসমূহের পনেরটি কেন্দ্রের কার্যক্রম নবায়নসহ সরকারি অর্থায়নে আরো ১০টি জেলায় প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র শীর্ষক কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়। জেলাগুলো হচ্ছে-নোয়াখালী, নারায়নগঞ্জ, পিরোজপুর, টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ), শেরপুর, রুপসা (খুলনা), টাঙ্গাইল, রাঙ্গুনিয়া (চট্রগ্রাম), ফরিদপুর ও সিলেট। এছাড়া বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন 'Promotion of Services and Opportunities to the Disabled Persons in Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১১-১২ অর্থ বছরে ১০টি জেলায় প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র সম্প্রসারণ করা হয়েছে। জেলাগুলো হচ্ছে- রংপুর, ঠাকুরগাঁও, নাটোর, নীলফামারি, যশোর, কুষ্টিয়া, চাঁদপুর, কক্সবাজার, শরীয়তপুর, বান্দরবান।

চিত্র: ৩২ প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে শ্রবণ প্রতিবন্ধী নারীর শ্রবণ প্রবিন্ধিতার মাত্রা নিরূপণ

২০১২-১৩ অর্থ বছরে পূর্ববর্তী অর্থ বছরসমূহের ২৫ টি কেন্দ্রের কার্যক্রম নবায়নসহ আরো ২৩ জেলা/উপজেলায় সরকারি অর্থায়নে উক্ত কর্মসূচি সম্প্রসারণ করার জন্য ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জেলা/উপজেলাগুলো হচ্ছে-বিভাগীয় সদর (চট্টগ্রাম ও খুলনা), গাজীপুর, নরসিংদী, খাগড়াছড়ি, লক্ষীপুর, মৌলভীবাজার, নওগাঁ, পাবনা, বগুড়া, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, পঞ্চগড়, ভোলা, চুয়াডাংগা, হবিগঞ্জ (মাধবপুর), ঝালকাঠি, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, পটুয়াখালী, সাতক্ষীরা, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ। এতদ্ব্যতীত উক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আরো ১০টি জেলায় যথা- মাদারীপুর, রাজবাড়ী, মাগুরা, ফেনী, রাঙ্গামাটি, সুনামগঞ্জ, দিনাজপুর, জয়পুরহাট, নড়াইল ও বরগুনা উক্ত কর্মসূচি সম্প্রসারণ করার জন্য ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ কর্মসূচি দেশের উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারণের কর্মপরিকল্পনা সরকারের রয়েছে।

এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে ইতোমধ্যে প্রায় প্রায় ১,২৫,০০০ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, হিয়ারিং টেস্ট, ভিজুয়্যাল টেস্ট, কাউন্সেলিং, প্রশিক্ষণ, সহায়ক উপকরণ ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে এবং এসব প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাঝে বিনামূল্যে সহায়ক উপকরণ হিসেবে কৃত্রিম অংগ, হুইল চেয়ার, ট্রাইসাইকেল, ক্র্যাচ, স্ট্যান্ডিং ফ্রেম, ওয়াকিং ফ্রেম, সাদাছড়ি, এলবো ক্র্যাচ ইত্যাদি এবং আয়বর্ধক উপকরণ হিসেবে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে। কর্মসূচির উক্ত কার্যক্রম যথারীতি অব্যাহত আছে।

চিত্র:৩৩ প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র সংলগ্ন অটিজম রিসোর্স সেন্টার

উল্লেখ্য, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রগুলোর অধিকাংশতেই অটিজম এর উপর প্রশিক্ষিত জনবল রয়েছে। এ প্রশিক্ষণ ভবিষ্যতে আরো দীর্ঘ মেয়াদে প্রদান করা হবে। বর্তমানে বিদ্যমান প্রশিক্ষিত জনবলের সমন্বয়ে প্রতিটি কেন্দ্রে ১-১০-২০১২ থেকে একটি করে 'Autism Corner' স্থাপন করা হয়েছে। কেন্দ্রে কর্মরত কনসালট্যান্ট ফিজিওথেরাপি, ক্লিনিক্যাল ফিজিওথেরাপিস্ট, ক্লিনিক্যাল অকুপেশনাল থেরাপিস্ট ও অটিজম-এ প্রশিক্ষিত অপরাপর কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ অটিজমের সুনির্দিষ্ট পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত থেকে অটিজমের শিকার জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদান করে আসছেন।

কনসালট্যান্ট (ফিজিওথেরাপি), ক্লিনিক্যাল ফিজিওথেরাপিস্ট, ক্লিনিক্যাল অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, সাইকোলোজিস্ট, ক্লিনিক্যাল স্পিচ এ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপিস্ট এর মাধ্যমে অটিজমের শিকার শিশু/ব্যক্তিবর্গকে উক্ত সেন্টার থেকে বিনামূল্যে নিয়মিত থেরাপি, রেফারেল ও কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

অটিজম রিসোর্স সেন্টার

২০১০ সালে তৃতীয় বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উদ্‌যাপনের শুভলগ্নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পৃষ্ঠপোষকতায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ক্যাম্পাসে যাত্রা শুরু হয় অটিজম রিসোর্স সেন্টারের। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২-৪-২০১০ আনুষ্ঠানিকভাবে উক্ত সেন্টারের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। অটিজমের শিকার শিশু/ ব্যক্তিবর্গকে উক্ত সেন্টার থেকে বিনামূল্যে নিয়মিত থেরাপি, রেফারেল ও কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

২০১০ সালে চালু হওয়ার পর থেকে এ যাবৎ ৫০০ জন অটিজমের শিকার শিশু/ব্যক্তিকে বিনামূল্যে ম্যানুয়াল ও Instrumental থেরাপি সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে, যা অব্যাহত আছে। এছাড়া এ সেন্টারের আওতায় রেজিষ্ট্রিকৃত অটিস্টিক শিশুদেরকে নিয়মিত Home Based Interventionও প্রদান করা হচ্ছে।

চিত্র: ৩৪ অটিস্টিক রিসোর্স সেন্টার উদ্বেধনী অনুষ্ঠান

অটিস্টিক স্কুল :

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ২০১১ সালে একটি সম্পূর্ণ অবৈতনিক অটিস্টিক স্কুল চালু করা হয়েছে। ৩০টি দরিদ্র পরিবারের ৩০ জন অটিস্টিক শিশুকে এ স্কুলের মাধ্যমে বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। অটিস্টিক স্কুলের আওতায় পরিচালনাধীন বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে অধ্যয়নরত অটিস্টিক শিক্ষার্থীবৃন্দ বিভিন্ন থেরাপি গ্রহণ করে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

চিত্র:৩৫ অটিস্টিক স্কুলের কার্যক্রম

Promotion of Services and Opportunities to the Disabled Persons in Bangladesh' শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প :

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'Promotion of Services and Opportunities to the Disabled Persons in Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পটি ২৪/১১/২০০৮ অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে অনুমোদিত হয় যার মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫৪৮০.৪৯ লক্ষ টাকা। এর সম্পূর্ণ অংশ প্রকল্প সাহায্য। পরবর্তীতে বিশ্ব ব্যাংকের সাথে আলোচনা মোতাবেক প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি ১/১২/২০১১ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সংশোধিত ডিপিপি মোতাবেক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল ঃ জুলাই ২০০৮ থেকে জুন ২০১৪। উল্লেখ্য, এ প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে দেশের ২০টি জেলায় ২০টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের বছরওয়ারি ব্যয়ের বিবরণী নিম্নে দেয়া হলো ঃ

অর্থ বছর	বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	মন্তব্য
২০০৯-১০	৪.০০	৪.০০	চলতি অর্থ বছরে ৩.৫০ কোটি টাকার থেরাপি সামগ্রি, ৩০ লক্ষ টাকার আসবাবপত্র, ১২ লক্ষ টাকার সেবা সামগ্রি ক্রয়ের জন্য কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। এছাড়া ১০ কোটি টাকার মোবাইল রিহেবিলিটেশন বাস, ২ কোটি টাকার সহায়ক উপকরণ, ৭০ লক্ষ টাকার সেবা সামগ্রি ক্রয়ের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
২০১০-১১	৩.০০	৩.০০	
২০১১-১২	৭১০.০০	১৫১.৬৯	
২০১২-১৩	২৫০০.০০	৬৫১.৩৯ (মার্চ পর্যন্ড়)	

ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস

প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, হিয়ারিং টেস্ট, ভিজুয়্যাল টেস্ট, কাউন্সেলিং, প্রশিক্ষণ, সহায়ক উপকরণ ইত্যাদি সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ২০১০ সালে প্রথমবারের মতো ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস চালু করা হয়েছে। বিগত ২ এপ্রিল ২০১০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত সার্ভিস আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। চলতি ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ফাউন্ডেশনের আওতায় বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সম্বলিত আরো ১০টি ভ্রাম্যমান থেরাপি ভ্যান সংগ্রহের জন্য ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

চিত্র: ৩৬ ভ্রাম্যমাণ ক্যাম্পে ইলেকট্রো থেরাপি প্রদান।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার আইন

জাতিসংঘ ঘোষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ (ইউএনসিআরপিডি) এর প্রতি সমর্থন প্রদানকারী প্রথম সারির দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইউএনসিআরপিডি'র সাথে সঙ্গতি রেখে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার আইন' শিরোনামে একটি নতুন আইন প্রণয়নের কার্যক্রমে ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রস্তাবিত নতুন আইনের খসড়া ইতোমধ্যে সরকারের মন্ত্রিসভায় নীতিগত অনুমোদন লাভ করেছে।

প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা-২০০৯

অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ব্যবস্থার পথ সুগম করার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০০৯ সালে 'প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা' প্রণয়ন করে। উক্ত নীতিমালার আওতায় সুইড বাংলাদেশ এর ৪৮ টি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুল এবং বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন এর ৭টি ইনক্লুসিভ স্কুল এর যথাক্রমে ৪৬৩ ও ৭৫ মোট ৫৩৮ জন শিক্ষক/কর্মচারীর ১০০% বেতন-ভাতা ফেব্রুয়ারি, ২০১০ মাস থেকে সরকারিভাবে পরিশোধ করা হচ্ছে। এ বাবদ প্রতিবছর রাজস্ব বাজেটের আওতায় বরাদ্দের পরিমান প্রায় ৬ কোটি টাকা। প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০০৯ জারী হওয়ার পর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও ইনক্লুসিভ স্কুলসমূহের শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দের মধ্যে উদ্যোগ ও প্রাণ চাঞ্চল্য ফিরে এসেছে এবং এর মাধ্যমে সুইড বাংলাদেশ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলসমূহের ৭৬৯৮ জন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিক্ষার্থী এবং বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশনের ১৩০০ জন অটিস্টিক ও বিভিন্ন ক্যাটাগরির প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী বিভিন্নভাবে উপকৃত হচ্ছে।

চিত্র: ৩৭ মহান স্বাধীনতা দিবসের মার্চপাস্টে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলের শিক্ষার্থীবৃন্দ

অটিজম বিষয়ক প্রশিক্ষণ

অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ২০০৯ সন হতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্ড়বায়িত হচ্ছে। এসব প্রশিক্ষণে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি তাদের পিতামাতা ও অভিভাবককেও সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। এ যাবৎ অনুষ্ঠিত উলে- খযোগ্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসমূহ হচ্ছে-'ট্রেনিং ফর দ্য মাদার্স অভ মেন্টালি চ্যালেঞ্জড চিলড্রেন', 'অটিজম সচেতনতা বিষয়ক অভিভাবক প্রশিক্ষণ কোর্স' Behaviour Modification and Picture Exchange Communication System (PECS), Autism and Development Disorder Management ইত্যাদি। এসব প্রশিক্ষণ নিয়মিত বিরতিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় এ যাবৎ অটিস্টিক শিশুসহ ৫০০ বিভিন্ন ক্যাটাগরির প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাদের পিতা-মাতা/অভিভাবককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ঢাকার মিরপুরে একটি প্রতিবন্ধী কমপে- ক্স নির্মাণের জন্য ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণের ডিপিপি সম্প্রতি একনেক বৈঠকে অনুমোদন লাভ করেছে। খুব শীঘ্রই ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হবে। প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণের ডিপিপিতে অটিস্টিকসহ অন্যান্য বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ডরমিটরি, অডিটরিয়াম, ওপিডি, ফিজিওথেরাপি সেন্টার, শেল্টারহোম, ডে-কেয়ার সেন্টার, বিশেষ স্কুল ইত্যাদির সংস্থান রাখা হয়েছে। **প্রকল্প ব্যয় ঃ ৮৩৮৫.১৫ লক্ষ টাকা।**

প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে একটি আসন্তর্জাতিক মানের প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণের লক্ষ্যে সরকার সাভার থানাধীন বারইগ্রাম ও দক্ষিণ রামচন্দ্রপুর মৌজার ১২.০১ একর খাস জমি প্রতীকী মূল্যে ২০১২ সনে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের নামে দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত প্রদান করেছেন। উক্ত বন্দোবস্তকৃত জমিতে প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক নক্সা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপে- ক্স এর নক্সায় প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র, ফুটবল ও ক্রিকেট ফিল্ড, বিনোদন জোন, সুইমিং পুল, মাল্টিপারপাস জিমনেসিয়াম, মসজিদ, আবাসিক কোয়ার্টার, গেস্ট হাউজ, হোস্টেল ইত্যাদি কম্পোনেন্ট অন্ড়র্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রকাশনা কার্যক্রম

অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে জানুয়ারি ২০১৩ মাস থেকে 'আমরা করবো জয়' শিরোনামে একটি মাসিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে। পত্রিকাটিতে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের আঁকা ছবিসহ তাদের সম্পর্কে সমাজের গুনীজনদের লেখা গল্প, ছড়া, কবিতা নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে। মাসিক এ পত্রিকাটি ইতোমধ্যে পাঠক ও সুধী সমাজের প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

প্রতিবন্ধী উন্নয়ন অধিদপ্তর গঠন সংক্রান্ত :

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০২ এপ্রিল ২০১৩ তারিখ ষষ্ঠ বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উদযাপনের অনুষ্ঠানমালায় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে একটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তরে রুপান্তর করার সদয় ঘোষণা প্রদান করেছেন। জনপ্রশাসন ও অর্থ বিভাগ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে অধিদপ্তরে রুপান্তর করার নিমিত্ত সম্মতি প্রদান করেছে। উক্ত সম্মতির আলোকে পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তরে রুপান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কর্মকর্তাদের নাম, পদবী ও ই-মেইলসহ টেলিফোন নম্বর:

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	টেলিফোন	ফ্যাক্স/ই-মেইল
১.	**জনাব গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবীর** (অতিরিক্ত সচিব) ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	৮০৩৫০৫২	৮০৩৫০৫৩ jpuf38@yahoo.com
২.	**জনাব ড. মোঃ আনোয়ার উল্ল্যাহ** (উপসচিব) পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	৮০৩৫০৪৬	-
৩.	**জনাব খুরশিদ আলম চৌধুরী** (উপসচিব) পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)	৮০৩৫০৪৭	-

পঞ্চম অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ

ভূমিকা

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংস্থা। সামাজিক সমস্যা নিরসনে ও সমাজকল্যাণ কর্মকান্ডে স্বেচ্ছাসেবী কর্মী ও সংগঠনকে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য একটি রেজল্যুশনের মাধ্যমে ১৯৫৬ সালে পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৭২ সালে স্বাধীন দেশের উপযোগী করে একই উদ্দেশ্যে পুনরায় রেজল্যুশনের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ' গঠিত হয় পরবর্তীতে এ রেজল্যুশন কয়েকবার পরিবর্তিত হয়ে সর্বশেষ ২৫ জানুয়ারী ২০০৩ তারিখে সংশোধিত রেজল্যুশনের মাধ্যমে বর্তমান পরিষদ পরিচালিত হচ্ছে। পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৮২ জন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী পরিষদের সভাপতি। মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং যুগ্মসচিব (প্রশাসন) যথাক্রমে পরিষদের সহসভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ। পরিষদের সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাহী কমিটি রয়েছে, যার সভাপতি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব। পরিষদ ও নির্বাহী কমিটির সদস্যসচিবের দায়িত্ব পালন করেন পরিষদের নির্বাহী সচিব। পরিষদের লক্ষ্য ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য দেশের সকল জেলায় 'জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ' এবং 'উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ' রয়েছে। জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের সভাপতি জেলা প্রশাসক ও সদস্যসচিব, উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় এবং উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সদস্যসচিব উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা। মাঠ পর্যায়ে পরিষদের নিজস্ব কোন অফিস ও জনবল নেই। সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীনস্থ জেলা ও উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের মাধ্যমে পরিষদের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(১) সমাজের অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণ এবং সামাজিক নিরাপত্তা, শান্তি, সেবা ও সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ;

(২) স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও সমাজকর্মীকে সার্বিক সহায়তা প্রদান এবং

(৩) স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান।

কার্যাবলী :

(১) বেসরকারী খাতে সমাজের কল্যাণে কাজ করছে এমন সংগঠন বা ব্যক্তি বিশেষকে সর্ব প্রকার সাহায্য, সহযোগিতা, প্রশিক্ষণ, উৎসাহ ইত্যাদি প্রদান;

(২) স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োজিত সমাজকর্মীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা, উৎসাহ প্রদান এবং সংগঠন সৃজন;

(৩) সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে সামজকল্যাণ সংক্রান্ত কর্মসূচীর উন্নয়নের জন্য পরামর্শমূলক কাজ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমাজকল্যাণ পরিষদ গঠন;

(৪) শহর ও গ্রামীণ সমাজের উন্নয়নের জন্য স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণমূলক সংস্থাসমূহের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান;

(৫) বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা জরীপ এবং এই জরীপের তথ্যাদি সম্পর্কে সরকারের নিকট প্রতিবেদন পেশ;

(৬) সামাজিক প্রয়োজনীয়তা ও কর্মকান্ড মূল্যায়ন ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;

(৭) স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহে সহায়ক অনুদানের জন্য জাতীয় কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও পরিচালনা;

(৮) স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিম্নোক্তভাবে সহায়তা করা :

(ক) সহায়ক অনুদান কর্মসূচী;

(খ) স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নয়ন কমূসূচীর জন্য পরামর্শমূলক কাজের মাধ্যেমে অতিরিক্ত সাহায্য প্রদান;

(৯) সমাজকল্যাণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন, প্রকল্প প্রণয়ন এবং নীতি নির্ধারনে সরকারকে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;

(১০) বর্তমান গ্রাম ও নগরের সামাজিক প্রয়োজনীয়তার আলোকে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের জন্য সরকারী ও স্বেচ্ছা প্রণোদিত নতুন কর্মসূচী গ্রহণ, বিস্তার ও পরিবর্তনে সরকারকে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা;

(১১) সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত সরকারী আধা সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহের সাথে জাতীয় স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণমূলক সংস্থাসমূহের সমন্বয় সাধনেও সহায়তা প্রদান;

(১২) সমাজকল্যাণ কর্মসূচী ও সম্পদের উন্নয়ন বিষয়ে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের সমাজকল্যাণ পরিষদসমূহকে সহায়তা প্রদান;

(১৩) সমাজকল্যাণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক পরিষদ এবং অন্যান্য জাতীয় পরিষদের সাথে সমাজকল্যাণ পরিষদের সংযোগ রক্ষা এবং দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন র্কমসূচী ও কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ;

(১৪) সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন;

(১৫) সরকারের অনুমোদনক্রমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক অন্য যে কোন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং

(১৬) পরিষদের সকল আয়-ব্যয় অনুমোদন।

পরিষদ ও নির্বাহী কমিটি

পরিষদের গঠন

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ ৮৩ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত। ৮৩ জনের মধ্যে ৪ জন অফিস বেয়ারার, ১১ জন পদস্থ কর্মকর্তা পদাধিকারবলে এবং অবশিষ্ট ৬৮ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী পরিষদের সভাপতি।

(ক) পরিষদের অফিস বেয়ারার:

১।	মাননীয় মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়-	সভাপতি
২।	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়-	সহসভাপতি
৩।	যুগ্মসচিব (প্রশাসন), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়-	কোষাধ্যক্ষ
৪।	নির্বাহী সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ-	সদস্যসচিব

চিত্র: ৩৮ বাংলদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের ৩৭তম সভা

(খ) সদস্য (পদাধিকারবলে): ১১জন

(গ) মনোনীত সদস্য: ৫০জন

১। ঢাকা বিভাগ-১২জন ২। চট্টগ্রাম বিভাগ-১০জন ৩। রাজশাহী বিভাগ-১২জন

৪। খুলনা বিভাগ-৮জন ৫। বরিশাল বিভাগ-৫জন ৬। সিলেট বিভাগ-৩জন

(ঘ) সরকার কর্তৃক মনোনীত প্রত্যেক বিভাগ হতে ১(এক) জন মহিলা সমাজকর্মী = ৭জন :

(ঙ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ১১ (এগার) জন বিশিষ্ট সদস্য (মনোনীত) ।

* পরিষদ বছরে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবে। পরিষদের মেয়াদ ২(দুই) বছর।

পরিষদের নির্বাহী কমিটি

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং পরিষদকে পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদানের জন্য পরিষদ সদস্যদের মধ্য হতে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাহী কমিটি রয়েছে। কমিটির সভাপতি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব। নির্বাহী সচিব এই কমিটির সদস্যসচিব।

*নির্বাহী কমিটি বছরে কমপক্ষে দু'বার সভায় মিলিত হবে। নির্বাহী কমিটির মেয়াদ ২(দুই) বছর।

নির্বাহী কমিটির কার্যাবলী :

(১) পরিষদের সিদ্ধান্ত পালন ও বাস্তবায়ন;

(২) পরিষদের আওতাধীন সকল বিষয়ে কর্মসূচী প্রণয়ন ও পরিষদকে পরামর্শ প্রদান;

(৩) পরিষদের কর্মসূচী ও নীতিমালা মূল্যায়ন এবং পরিষদের কার্যক্ষেত্রের উন্নয়ন সাধন;

(৪) পরিষদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে সাহায্যকারী যে কোন পদক্ষেপের বিষয়ে পরিষদের নিকট সুপারিশ প্রদান;

(৫) পরিষদের কাজের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত এরূপ বেতনভূক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী পরিষদের অনুমতিক্রমে নিয়োগ প্রদান;

(৬) পরিষদের স্বার্থ উন্নয়নে সক্ষম এমন অন্য যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ এবং

(৭) সরকার/পরিষদ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন ।

জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ

জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের গঠন

জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদকে সাহায্য করার জন্য দেশের ৬৪ জেলায় জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ রয়েছে। ৬১ টি জেলায় জেলা প্রশাসক এবং ৩টি পার্বত্য জেলায় চেয়ারম্যান, স্থানীয় সরকার, জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের সভাপতি এবং সংশ্লিষ্ট জেলার সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক সদস্যসচিব। সিভিল সার্জন, সংশ্লিষ্ট জেলার সমাজকল্যাণ পরিষদের সদস্য, সকল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সকল উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, উপপরিচালক-পরিবার পরিকল্পনা অধিদফতর, যুব উন্নয়ন অধিদফতর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, সমবায় কর্মকর্তা, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, নির্বাহী প্রকৌশলী-জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতর, সিটি কর্পোরেশনের ১জন প্রতিনিধি (সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে), পৌরসভা চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে), জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ৩জন বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও ২জন বিশিষ্ট মহিলা সমাজকর্মী,

জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের কার্যাবলী:

জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ প্রতি দুই মাসে একবার সভায় মিলিত হবে। জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের মেয়াদ ২(দুই) বছর।

(১) জেলায় স্বেচ্ছাসেবী যে সকল সংগঠন/ব্যক্তি সমাজের কল্যাণে কাজ করছেন তাঁদেরকে সর্বপ্রকার সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান;

(২) সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধীকৃত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা/সমিতির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, পর্যলোচনা, তাদের কর্মকান্ডে উৎসাহ প্রদান এবং সেগুলোকে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৩) জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক বিভিন্ন সংস্থা/সমিতিকে প্রদত্ত অনুদান যথাযথভাবে ব্যবহৃত হওয়ার বিষয়ে পর্যলোচনা;

(৪) উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের কার্যক্রমের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং সেগুলোর কার্যক্রম জোরদার করার ব্যাপারে সকল প্রকার সহায়তা প্রদান;

(৫) দেশের সমাজকল্যাণ কার্যক্রম অধিকতর জোরদার ও ফলপ্রসূ করার স্বার্থে সরকার/বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ প্রদান;

(৬) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্ব-উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(৭) উপযুক্ত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে সরকারী অনুদান প্রদানের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের নিকট সুপারিশ পেশ;

(৮) সরকারী এবং অসরকারী পর্যায়ে জেলার সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের উপর ষান্মাসিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রতিবছরের ৩১ জুলাই ও ৩১ জানুয়ারীর মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদে প্রেরণ;

(৯) সমাজকল্যাণ কার্যক্রমে উৎসাহী ও স্বেচ্ছায় দানশীল ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে উপযুক্ত রশিদ প্রদান ও যথাযথ হিসাবরক্ষণ সাপেক্ষে অনুদান গ্রহণ :

(১০) জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন এবং

(১১) সরকার ও বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন ।

উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ

উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের গঠন

দেশের উপজেলাসমূহে উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ রয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এ পরিষদের সভাপতি এবং উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা সদস্যসচিব । উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, শিক্ষা কর্মকর্তা, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, সমবায় কর্মকর্তা, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, উপসহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য), চেয়ারম্যান ইউনিয়ন পরিষদ (সকল), উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত প্রখ্যাত ২জন সমাজকর্মী ও ১জন মহিলা সমাজকর্মী সদস্য।

উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের কার্যাবলী

উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ প্রতি মাসে একবার সভায় মিলিত হবে। উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের মেয়াদ ২(দুই) বছর।

(১) সংশ্লিষ্ট উপজেলার বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাদি চিহ্নিতকরণ এবং ঐ সব সমস্যা সমাধানের সুপারিশ প্রণয়ন;

(২) সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক নিবন্ধীকৃত সকল সমিতি/সংস্থার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা, তাদের কর্মকান্ডে উৎসাহ প্রদান এবং সেগুলোকে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৩) বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক বিভিন্ন সংস্থা/সমিতিকে প্রদত্ত অনুদান যথাযথভাবে ব্যবহৃত হওয়ার বিষয়ে পর্যালোচনা;

(৪) উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের কার্যক্রম জোরদার করার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং কার্যক্রম সম্পর্কিত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদে প্রেরণ;

(৫) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বউদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(৬) উপযুক্ত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে সরকারী অনুদান প্রদানের জন্য জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের নিকট সুপারিশ পেশ;

(৭) সরকারী এবং অসরকারী পর্যায়ে উপজেলার সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের উপর ষান্মাসিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রতি বছরের ১৫ জুলাই ও ১৫ জানুয়ারীর মধ্যে জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদে প্রেরণ;

(৮) সমাজকল্যাণ কার্যক্রমে উৎসাহী ও স্বেচ্ছায় দানশীল ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে উপযুক্ত রশিদ প্রদান ও যথাযথ হিসাবরক্ষণ সাপেক্ষে অনুদান গ্রহণ;

(৯) উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন এবং

(১০) সরকার ও বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন ।

বাজেট ও ব্যয় : ২০১১-২০১২:

সরকার প্রতিবছরের বাজেটে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাল পরিষদের অনুকূলে সাহায্য মঞ্জুরী হিসাবে ৫৯০১ সাধারণ মঞ্জুরী, ৫৯৯৮-মূলধন মঞ্জুরী ও ৫৯২৫-কল্যাণ অনুদান এ ৩টি খাতে একটি নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ বরাদ্দ দিয়ে থাকে । সাধারণ মঞ্জুরী ও মূলধন মঞ্জুরী খাতের অর্থ পরিষদ কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা, পরিষদ কার্যালয়ের বাড়ী ভাড়া, গাড়ীর জ্বালানী ক্রয়, যানবাহন মেরামত, টেলিফোন, বিদ্যুৎ গ্যাস ও পানির বিল পরিশোধ এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও আসবাপত্র ক্রয়সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কাজে ব্যয় হয়। 'কল্যাণ অনুদান' খাতের বরাদ্দকৃত অর্থের সিংহভাগই স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংগঠনসমূহকে অনুদান হিসাবে প্রদান করা হয় এবং অবশিষ্ট অর্থ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসহ অন্যান্য কর্মসূচীতে ব্যয় হয়। এ ছাড়া পরিষদের নিজস্ব কিছু আয় আছে। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে পরিষদের অনুকূলে বাজেট বরাদ্দ ছিল ১১,৯৪,৫০,০০০(এগার কোটি চুরানব্বই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) এবং ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বরাদ্দ ছিল ২২,০৮,৩০,০০০/- (বাইশ কোটি আট লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা।

পরিষদ কর্তৃক ২০১১-২০১২ ও ২০১২-১৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলী:

নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠান

২০১১-২০১২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ৩টি সভা ১৩-১০-২০১১, ১৬-০২-২০১২ এবং ২৩-০৫-২০১২ তারিখ ও ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ২টি সভা ২০-০১-২০১৩ এবং ২৮-০৫-২০১৩ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পরিষদ সভা অনুষ্ঠান

২০১১-২০১২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের ৩৬তম সভা ০৭-০৬-২০১২ এবং ও ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ৩৭তম সভা ১১-০৬-২০১৩ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুদান বিতরণ কার্যক্রম

দেশে নিবন্ধীকৃত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বর্তমানে ৫৭ হাজারেও বেশী। সরকারের পাশাপাশি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এসব সংগঠন গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে। এসব প্রতিষ্ঠানকে তাদের আবেদনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী প্রতি বছর কিছু আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। ২০১১-২০১২ ও ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে বিতরণকৃত অনুদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

ক্রম	প্রতিষ্ঠান/অনুদানের ধরণ	২০১১-২০১২		২০১২-২০১৩	
		প্রতিষ্ঠান/ ব্যক্তির সংখ্যা	টাকার পরিমান (লক্ষ টাকায়)	প্রতিষ্ঠান/ ব্যক্তির সংখ্যা	টাকার পরিমান (লক্ষ টাকায়)
১.	জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান	১০	২৫.০০	১১	৪০.০০
২.	শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প	৮০	৫০.০০	৮০	১,০০.০০
৩.	রোগীকল্যাণ সমিতি	৫০৯	২,৭৪.৬০	৫০৯	৩,৫০.০০
৪.	অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি	--	--	৬৪	৪০.০০
৫.	সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান	২৩৯৪	২,৫০.০০	২৮০৬	৩,০০.০০
৬.	জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ	৬৪	১,৬০.০০	৬৪	৩,০০.০০
৭.	জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ	১	৪০.০০	১	৫০.০০
	মোট অনুদান	**৩০৫৮**	**৭৯৯.৬০**	**৩৫৩৫**	**১১৮০.০০**
	বিশেষ অনুদান-				
৭.	(ক) প্রতিষ্ঠান-	২৬১	২৬.৯২	২২৭	২২.৪৫

	(খ) প্রতিবন্ধী/দুঃস্থ ব্যক্তি-	৪৭৪৪	১৭৩.০৮	৪৬৩৭	১৯৭.৫৫
৮.	ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠি, সম্প্রদায়, নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত, চা-শ্রমিকসহ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আর্থিক অনুদান	----	----	১২০০০.০০	৬০০.০০
	উপমোট বিশেষ অনুদান	**৫০০৫**	**২০০.০০**	**১৬৮৬৪**	**৮২০.০০**
	সর্বমোট অনুদান	**৮০৬৩**	**৯৯৯.৬০**	**২০৩৯৯**	**২০০০.০০**

ক. জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান: সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে ব্যাপক কার্যক্রম সম্বলিত প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়ে থাকে। জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান পরিচালিত কার্যক্রম দ্বারা দেশের অসংখ্য মানুষ বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি, সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদ, জাতীয় তরুণ সংঘ ইত্যাদি স্বেচ্ছাসেবামূলক প্রতিষ্ঠান পরিষদ হতে আর্থিক অনুদান গ্রহণ করে সমাজের প্রতিবন্ধী, দরিদ্র ও পশ্চাদপদ ব্যক্তিদের কল্যাণ করে থাকে।

খ. রোগীকল্যাণ সমিতি: দুঃস্থ ও দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসার সুবিধার্থে, সহজে হাসপাতালে ভর্তি করা, বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান এবং চিকিৎসাকালীন সময়ে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য প্রদানের লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি সরকারী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং জেলা সদর হাসপাতালে একটি করে রোগীকল্যাণ সমিতি রয়েছে। বর্তমানে সাড়া দেশে মোট ৯০টি রোগীকল্যাণ সমিতি আছে। তন্মধ্যে সরকারী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১২টি, ঢাকা জেলায় ১৫টি, পাবনা, খুলনা ও নারায়নগঞ্জ প্রতি জেলায় ২টি করে মোট ৬টি এবং ৫৭টি জেলায় ১টি করে রোগীকল্যাণ সমিতি রয়েছে। রোগীকল্যাণ সমিতির আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতি বছর পরিষদ থেকে আর্থিক অনুদান বরাদ্দ করা হয়। এছাড়াও ৪১৯টি উপজেলায় রোগীকল্যাণ সমিতিকে আর্থিক অনুদান বরাদ্দ করা হয় ।

গ. শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প পরিষদ: সারা দেশের জেলা পর্যায়ে ৮০টি শহর সমাজ উনানয়ন প্রকল্প পরিষদ রয়েছে। স্বল্প সুবিধাভোগী, সুবিধাবঞ্চিত ও গরীব শহুরে সমাজের জনসাধারনের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে তাদেরকে সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষা এবং বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে পছন্দনীয় পেশায় নিয়োগ পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করাই শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প পরিষদের উদ্দেশ্য।

ঘ. সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান: নিবন্ধীকৃত সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের প্রত্যšÍ অঞ্চলসহ সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এসব সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহ সীমিত পরিসরে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছে। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িয়ে আছে দেশের লক্ষ লক্ষ দুঃস্থ মানুষ ও সমাজকর্মী। এসব সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সরকারের পাশাপাশি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। তারা সরকারের পাশে থেকে বিভিন্ন দূর্যোগ যেমন বন্যা, জলোচ্ছাস, ঘূর্ণিঝড় ও মহামারী ইত্যাদি পরিস্থিতি মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত আছে গণশিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ (কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, টাইপ রাইটিং, এমব্রয়ডারী, উলের কাজ, দর্জি বিজ্ঞান), ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, বৃক্ষরোপন ও বৃক্ষ পরিচর্যা, মৎস্যচাষ, হাঁস-মুরগী পালন, এলাকার পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, এতিম প্রতিপালন, বেওয়ারিশ লাশ দাফন, বিনামূল্যে চিকিৎসা, দুঃস্থ ও গরীবদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান, প্রাথমিক চিকিৎসা, পারিবারিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, সংগীত শিক্ষা, খেলাধুলা, পাঠাগার এবং

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সেবামূলক কর্মসূচীর এক বা একাধিক বিষয়াবলী। জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ থেকে এ খাতের বরাদ্দকৃত অনুদানের অর্থ জেলাওয়ারী জনসংখ্যার অনুপাতে বন্টন করা হয়ে থাকে। জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বন্টনের সুপারিশসহ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদে প্রেরণ করে থাকে। অতঃপর পরিষদ হতে উক্ত সুপারিশকৃত অনুদানের প্রস্তাব চূড়ান্ত করা হয়।

ঙ. বিশেষ অনুদান: নীতিমালার আলোকে বিশেষ অনুদান খাতের অর্থ মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী বরাদ্দ দিয়ে থাকেন। দরিদ্র অসহায় দুঃস্থ সাধারণ মানুষদের বিশেষ করে দুঃস্থ অসহায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিকিৎসা, লেখাপড়া, বিবাহ, পূনর্বাসন এবং কর্মসংস্থান ইত্যাদি খাতে ব্যক্তি বিশেষকে অনুদান প্রদান করা হয়। এ ছাড়াও কিছু কিছু কল্যাণমূলক সংগঠন/ সমিতি/ পাঠাগার/ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও এ অনুদান বরাদ্দ করা হয়। অনুদানের অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

সাধারণত: বেসরকারী সমাজসেবামূলক সংগঠন স্বেচ্ছাসেবী সমাজকর্মী দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। সেহেতু স্বেচ্ছাসেবী সমাজকর্মীগণকে জনকল্যাণমূখী উন্নয়ন ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে দক্ষ ও যোগ্যতর করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা পরিষদের গুরুত্বপূর্ন দায়িত্ব। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দের জন্য ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছর থেকে "স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে আসছে। প্রশিক্ষণ কোর্সে জন্ম নিবন্ধন, বিবাহ নিবন্ধন ও ভোটার নিবন্ধন আইনসমূহ, নারী ও শিশু নির্যাতন ও পাচার প্রতিরোধ, যৌতুক ও বাল্যবিবাহ আইনসমূহ এবং দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ভূমিকা, মাদকাসক্তি সমস্যা ও প্রতিকার, স্যানিটেশন ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে ধ্যান-ধারণা দেয়া হয় এবং রিসোর্স পার্সন হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, দপ্তর, সংস্থার তথ্যজ্ঞ ব্যক্তিগণকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রশিক্ষণ শেষে সমাপনী দিবসে প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র প্রদান করা হয়।

চিত্র: ৩৯ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আয়োজিত প্রশিক্ষণে সচিব ও যুগ্মসচিব মহোদয়

পরিষদ কর্তৃক ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যদের জন্য "সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে জড়িত সংগঠনের ব্যবস্থাপনা ও কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় সর্বমোট ২৫টি কোর্সে ৬৬০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ৫৯৩ জন পুরুষ এবং ৬৭ জন মহিলা। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণার্থীদের যাতায়াত ভাতা এবং ৪০০(চারশত) টাকা হারে দৈনিক ভাতা প্রদান করা হয়। রিসোর্স পার্সনদেরকে প্রতি ক্লাসের জন্য উপসচিব ও তদুর্দ্ধদেরকে ১০০০(একহাজার) ও অন্যদেরকে ৭০০(সাতশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ পরিচালিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বেসরকারী সমাজসেবামূলক সংগঠন স্বেচ্ছাসেবী সমাজকর্মী দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। স্বেচ্ছাসেবী সমাজকর্মীগণকে জনকল্যাণমূখী কার্যক্রম ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে দক্ষ ও যোগ্যতর করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা পরিষদের গুরুত্বপূর্ন দায়িত্ব। পরিষদ স্বেচ্ছাসেবী সংঘঠনের প্রতিনিধিবৃন্দের জন্য ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছর থেকে প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে আসছে।

২০১১-২০১২ ও ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	কোর্সের সংখ্যা	কোর্সের মেয়াদ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা		
				মহিলা	পুরুষ	মোট
১.	২০১১-১২	২৫টি	৫দিন	৬৭ জন	৫৯৩ জন	৬৬০ জন
২.	২০১২-১৩	২৫টি	৫দিন	৯৯ জন	৬১৮ জন	৭১৭ জন
			মোট =	১৬৬ জন	১,২১১ জন	১,৩৭৭ জন

তথ্য প্রযুক্তি

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের ক্ষেত্রে পরিষদের ইন্টারনেট সংযোগ আছে এবং পরিষদের সার্বিক তথ্যাদি সম্বলিত নিজস্ব ওয়েবসাইট রয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্টের (বাংলাদেশ) ২০১১-২০১২ ও ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের কার্যক্রম

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১৯৮৪ সনের মে মাসে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্র প্রধান শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশের অনগ্রসর জনগোষ্ঠি বিশেষতঃ অনাথ, অসহায় ও এতিম শিশুদের শিক্ষা, পুনর্বাসনসহ বাংলাদেশের উন্নয়নে একত্রে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ সরকারের বহিঃ সম্পদ বিভাগ, ও আবুধাবী তহবিলের প্রতিনিধির সাথে ২২ জুন ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে একটি সম্মত কার্যবিবরণী (Agreed Minutes) স্বাক্ষরের মাধ্যমে শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) প্রতিষ্ঠিত হয়।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের মহামান্য রাষ্ট্রপ্রধান শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে বাংলাদেশ সফরে আসেন এবং এদেশের অসহায় এতিম শিশুদের কল্যাণে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের জনগণের প্রতি বিশেষ করে এতিম ও অসহায় শিশুদের প্রতি মহামান্য সুলতানের গভীর সহানুভূতি ও প্রগাঢ় মমত্ববোধের নিদর্শন স্বরূপ শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) গঠিত হয়। ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের বহিঃ সম্পদ বিভাগ, বর্তমানে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও আবুধাবী তহবিলের প্রতিনিধির মধ্যে ২২শে জুন ১৯৮৪ সালে একটি দ্বি-পাক্ষিক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিপত্র অনুযায়ী সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মিরপুর, সেকশন-২ এ ২.৭০ একর জায়গায় মহামান্য সুলতানের অনুদানে ১৯৮৭ সালে আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯০ সনে লালমনিরহাট জেলা সদরে ০৫(পাঁচ) একর জায়গায় আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া বনানীস্থ কামাল আতাতুর্ক এভিনিউতে রাজউক কর্তৃক প্রদত্ত প্রায় ১.২৩ একর জমির উপর বাংলাদেশ ইউ, এ, ই, মৈত্রী কমপ্লেক্সে ৫৯টি দোকান সম্বলিত ১টি শপিং কমপ্লেক্স এবং ১৮টি ফ্ল্যাট সম্বলিত ১টি হাউজিং কমপ্লেক্স নির্মিত হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(ক) পারিবারিক পরিবেশে মাতৃস্নেহ, ভালবাসা ও যত্নের সাথে লালন-পালন করে অসহায় এতিম শিশুদের মধ্যে দায়িত্ব ও শৃংখলাবোধ সৃষ্টি পূর্বক উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা ও পুনর্বাসন করা।

(খ) ট্রাস্টের সম্পদের রক্ষণা-বেক্ষণ ও আয় বৃদ্ধির জন্য সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করণ।

(গ) ঢাকার মিরপুর এবং লালমনিরহাট-এ দু'টি স্থাপিত শিশু পরিবার ট্রাস্টের আর্থিক সহায়তায় পরিচালনা করা।

(ঘ) শিশুদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, খেলা-ধূলা, উপযুক্ত কারিগরি প্রশিক্ষণ, পাঠাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা করা।

ব্যবস্থাপনা

ট্রাস্টের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি ট্রাস্টি বোর্ড দ্বারা শেখ জায়েদ বিন সুলতান নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) পরিচালিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২৪/০৬/২০০৯ তারিখের এমএসডব্লিউ/পিআরও-২সেক/আল-নাহিয়ান-৮/২০০৩-৭৩ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব এর সভাপতিত্বে ট্রাস্টি বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছিল। উল্লিখিত ট্রাস্টি বোর্ডে সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, ইউ,এ,ই মিশনের প্রতিনিধিসহ ১০(দশ) জন প্রতিনিধি ছিল। গত ২২/০৮/২০১৩ তারিখের সকম/কর্ম-শা/আল-নাহিয়ান-৮/২০০৩-১০৭ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে নিম্নোক্তভাবে কমিটি গঠিত হয়েছে।

ক্রমিক	নাম ও ঠিকানা	পদবী
(১)	মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, বাংলাদেশ	চেয়ারম্যান
(২)	মহাপরিচালক, শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান চ্যারিটাবল অ্যান্ড হিউম্যানিটেয়ারিয়ান ফাউন্ডেশন, আবুধাবি, ইউ.এ.ই	কো-চেয়ারম্যান
(৩)	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ	ভাইস-চেয়ারম্যান
(৪)	মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা, বাংলাদেশ	সদস্য
(৫)	অতিরিক্ত সচিব (মধ্যপ্রাচ্য), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ	সদস্য
(৬)	অতিরিক্ত/যুগ্মসচিব (প্রঃ), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ	সদস্য
(৭)	মহাপরিচালক (পশ্চিম এশিয়া), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ	সদস্য
(৮)	ইউ.এ.ই. মিশন প্রধান, ঢাকা, বাংলাদেশ	সদস্য
(৯)	প্রতিনিধি, শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান চ্যারিটাবল অ্যান্ড হিউম্যানিটেয়ারিয়ান ফাউন্ডেশন, আবুধাবি, ইউ.এ.ই	সদস্য
(১০)	যুগ্মসচিব (প্রঃ), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ	সদস্য
(১১)	প্রফেসর ড. আবু রেজা মোঃ নেজামুদ্দিন নদভী চেয়ারম্যান, আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন, নদভী প্যালেস (২য় তলা), রূপালী আবাসিক এলাকা, বাস টার্মিনাল লিংক রোড, বহদ্দারহাট, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ	সদস্য
(১২)	নির্বাহী পরিচালক, শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ	সদস্যসচিব

ট্রাস্টের কার্যক্রম আরম্ভ

(ক) শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) ২২-০৬-১৯৮৪ তারিখ চালু হয়।

(খ) আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা ১১-৭-১৯৮৭ তারিখ চালু হয়।

(গ) আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট ১৫-০১-১৯৯৩ তারিখ চালু হয়।

আয় বিবরণী

(ভাড়ার হিসাব টাকায়)

ক্রমিক নং	ফ্লাট ও দোকানের বিবরণ	ফ্লাট ও দোকানের সংখ্যা	ফ্লাট ও দোকানের মাসিক ভাড়ার হার	মাসিক মোট ভাড়ার অংক	বার্ষিক মোট ভাড়ার অংক
১	৩ শয্যা বিশিষ্ট ফ্ল্যাট প্রতিটি ১৭৯০ বর্গফুট	১২টি	৫৩,৭০০	৬,৪৪,৪০০	৭৭,৩২,৮০০
২	২ শয্যা বিশিষ্ট ফ্ল্যাট প্রতিটি ১৫৯০ বর্গফুট	৬টি	৪৭,৮৫০	২,৮৭,১০০	৩৪,৪৫,২০০
৩	শপিং কমপ্লেক্স	৫৯টি	প্রতিবর্গ ফুট ২৫ হিসেবে	**৩,৩৩,৬৬৮**	**৪০,০৪,০১৬**
সর্বমোট		------	------	১২,৬৫,১৬৮	১,৫১,৮২,০১৬

ট্রাস্টের কার্যক্রম

(১) ট্রাস্টের ভাড়ার সীমিত আয় দিয়ে মিরপুর আল-নাহিয়ান শিশু পরিবারে ২০০জন এবং লালমনিরহাট আল-নাহিয়ান শিশু পরিবারে ২০০জন মোট ৪০০জন এতিম ও অনাথ শিশুদেরকে প্রতিপালন করা হচ্ছে।

চিত্র: ৪০ আল-নাহিয়ান শিশু পরিবারের শিশুদের সাথে মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

(২) উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা ও লালমনিরহাটের শিশুদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা ও পুনর্বাসনে সহায়তা করা হচ্ছে।

(৩) ট্রাস্ট ও শিশু পরিবারের পরিবেশ মনোরম ও সৌন্দর্য মন্ডিত করার লক্ষ্যে সদনে পর্যাপ্ত বনজ ও ফলদ এবং ঔষধি গাছ লাগানো হয়েছে এবং এসব গাছপালা রক্ষণা বেক্ষণ করা হচ্ছে।

(৪) শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)-এর প্রধান কার্যালয়,বনানী,ঢাকায় ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়েছে।

(৫) নিবাসী মেয়েদের ইউসেফ প্রতিষ্ঠানে বৃত্তিমূলক বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ।

(৬) আল-নাহিয়া শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকায় একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

(৭) আল-নাহিয়া শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকায় একটি সেলাই প্রশিক্ষন কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

(৮) কারিগরি প্রশিক্ষণ, হস্তশিল্প ও কুটির শিল্পে এতিম শিশুদের সম্পৃক্ত করে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে।

(৯) আসন শুন্য সাপেক্ষে আল-নাহিয়ান শিশু পরিবারে ৫-৮ বছর বয়সের অনাথ এতিম শিশুদের ভর্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা।

(১০) যৌতুক বিরোধী কার্যক্রম সর্ম্পকে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টি।

(১১) নারী ও শিশু পাচার রোধে আত্নরক্ষা কৌশল সর্ম্পকে ধারণা ও সচেতনতা সৃষ্টি।

শিশু পরিবার পরিচিতি :

আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর সেকশন-২, ঢাকায় সরকার প্রদত্ত ২.৭০ একর জায়গায় অবস্থিত। আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা স্থানীয় ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালকের সভাপতিত্বে পরিচালিত হয়। ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) তত্ত্বাবধান করে। আল- আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকার কমপ্লেক্স-এ একটি আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে।

চিত্র: ৪১ আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা

আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা-এর স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি

(ক)	নির্বাহী পরিচালক(যুগ্ম-সচিব) আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট	-সভাপতি
(খ)	উপ-সচিব(প্রশাসন) সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	-সদস্য
(গ)	খন্ডকালীন ডাক্তার আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার,মিরপুর,ঢাকা	-সদস্য
(ঘ)	উপ-তত্ত্বাবধায়ক আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার,মিরপুর, ঢাকা।	-সদস্য-সচিব

আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকার ব্যবস্থাপনা কমিটি

(১)	নির্বাহী পরিচালক,আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট।	সভাপতি
(২)	উপ-তত্ত্বাবধায়ক, আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার,মিরপুর,ঢাকা।	সদস্য
(৩)	খন্ডকালীন ডাক্তার, আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা।	সদস্য
(৪)	শিক্ষক প্রতিনিধি	শিক্ষক প্রতিনিধি সদস্য
(৫)	শিক্ষক প্রতিনিধি	শিক্ষক প্রতিনিধি সদস্য
(৬)	জনাব ইঞ্জিনিয়ার গিয়াস উদ্দিন, ক্রিসেন্ট হোমস,মিরপুর,ঢাকা।	অভিভাবক সদস্য
(৭)	বেগম তাহমিনা জাকারিয়া,জনতা হাউজিং, মিরপুর, ঢাকা।	ঐ
(৮)	অভিভাবক সদস্য	ঐ
(৯)	শিশু মাতা	ঐ
(১০)	জনাব এ,এইচ,এম,ইকবাল হোসেন খান, ১/৬, ক্রিসেন্ট হোমস, মিরপুর-১,ঢাকা-১২১৬	বিদ্যালয়ের শিক্ষানুরাগী সদস্য
(১১)	প্রধান শিক্ষক, আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়,মিরপুর,ঢাকা।	সদস্য-সচিব

আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট জেলা সদরে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ৫ একর জায়গায় অবস্থিত। আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট স্থানীয় ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে পরিচালিত হয়। ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) তত্ত্বাবধান করে।

আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার,লালমনিরহাট-এর স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি :

(ক)	জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট	-সভাপতি
(খ)	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক), লালমনিরহাট	-সদস্য
(গ)	পুলিশ সুপার, লালমনিরহাট	-সদস্য
(ঘ)	সিভিল সার্জন, লালমনিরহাট	-সদস্য

(ঙ)	নির্বাহী প্রকৌশলী,গণপূর্ত বিভাগ,লালমনিরহাট	-সদস্য
(চ)	অধ্যক্ষ, মজিদা খাতুন সরকারী মহিলা কলেজ, লালমনিরহাট	-সদস্য
(ছ)	উপ-পরিচালক,জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়, লালমনিরহাট	-সদস্য
(জ)	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, লালমনিরহাট	-সদস্য
(ঝ)	উপ- তত্ত্বাবধায়ক, লালমনিরহাট	-সদস্য-সচিব

আল-নাহিয়ান শিশু পরিবারে ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট (সরকারি অনুদান)

আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা ও আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট-এর নিবাসীদের অনুকূলে ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে মাসিক ৭০০(সাতশত) টাকা হারে যথাক্রমে ১০০ ও ১০০জন নিবাসীকে ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট বাবদ মোট ১৬,৮০,০০০(ষোল লক্ষ আশি হাজার) টাকা প্রদান করা হয়েছে। ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে মাসিক ৭০০(সাতশত) টাকা হারে যথাক্রমে ১৬১ ও ১৫১জন নিবাসীকে ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট বাবদ মোট ২৬,২০,৮০০(ছাব্বিশ লক্ষ বিশ হাজার আটশত) টাকা প্রদান করা হয়েছে। ২০১০- ২০১১ অর্থ বছর পর্যন্ত যথাক্রমে ১৬১ ও ১৫১জন নিবাসীকে ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট বাবদ মোট ২৫,৭০,১৮১ (পঁচিশ লক্ষ সত্তর হাজার একশত একাশি টাকা) টাকা প্রদান করা হয়েছে। ২০১১- ২০১২ অর্থ বছর যথাক্রমে ১৬১ ও ১৫১জন নিবাসীকে ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট বাবদ মোট ৩৭,৪৪,০০০(সাঁইত্রিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার) টাকা প্রদান করা হয়েছে। ফলে এঅর্থ প্রাপ্তিতে নিবাসীরা উপকৃত হয়েছে। বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠির একটি উলেখযোগ্য অংশ হল এতিম শিশু। এতিম নিবাসীদেরকে সমাজে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং সমাজে তাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও কর্ম সংস্থান সৃষ্টি এবং নিবাসীদের সাধারণ লেখাপড়ার পাশাপাশি কারিগরী ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে শিশুরা নিজেদেরকে সমাজে আত্মনির্ভরশীল ও সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তুলতে পারে সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রয়নে শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) নিরলসভাবে কাজ করে হচ্ছে। আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা ও আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট-এর নিবাসীদের অনুকূলে ২০১১- ২০১২ অর্থ বছর যথাক্রমে ১৬১ ও ১৫১জন নিবাসীকে ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট বাবদ মোট ৩৭,৪৪,০০০(সাঁইত্রিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার) টাকা প্রদান করা হয়েছে। ২০১২- ২০১৩ অর্থ বছর যথাক্রমে ১৭০ ও ১৭০জন নিবাসীকে ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট বাবদ মোট ৪০,৮০,০০০(চল্লিশ লক্ষ আশি হাজার) টাকা প্রদান করা হয়েছে। ফলে এঅর্থ প্রাপ্তিতে আল-নাহিয়ান শিশু পরিবারের নিবাসীরা উপকৃত হয়েছে।

শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) এর সাথে যোগাযোগ

কার্যালয় প্রধান:
কে,বি,এম, ওমর ফারুক চৌধুরী
নির্বাহী পরিচালক (যুগ্মসচিব)

ঠিকানা:
শেখ জায়েদ বিন সুলতান
আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট(বাংলাদেশ)
বনানী ইউ,এ,ই,মৈত্রী কমপ্লেক্স
সড়ক নং-১৭, ব্লক-সি
বাড়ী নং-২, বনানী, ঢাকা-১২১৩

টেলিফোন- অফিস ৯৮৮৩২০২, ৯৮২২২৬৮
বাসা- ৯৩৩৬৭৬৭, ৯৩৪৭৯৭৯
ফ্যাক্স-৯৮৮৩২০২
মোবাইল-০১৭১২০৬৪৮৬০, ০১৬১২০৬৪৮৬০

ই-মেইল: ed@szbsantb.net.bd;
kbmofc_56@yahoo.com
Web- www.szbsantb.net.bd

বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হল এতিম শিশু। এতিম নিবাসীদেরকে সমাজে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং সমাজে তাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও কর্ম সংস্থান সৃষ্টি এবং নিবাসীদের সাধারণ লেখাপড়ার পাশাপাশি কারিগরী ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে শিশুরা নিজেদেরকে সমাজে আত্মনির্ভরশীল ও সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তুলতে পারে, সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।